যায়যায়দিন

তারিখ 1 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইউওডিএর সমাবর্তনে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেডেল পরিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান -যাযাদি

শিক্ষার লক্ষ্য দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা : রাষ্ট্রপতি

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার পাশাপাশি দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা। বৃহস্পতিবার ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, বরং তা শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং পরিশীলিত সমাজ গঠনের কেন্দ্রবিন্দুও বটে। দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে উচ্চতায় অধিষ্ঠিত তা সম্মিলিতভাবে সমুন্নত রাখতে হবে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষার্থীকে সেরা ফলাফলের জন্য রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক তুলে দেন। মাস্টার্স প্রোগ্রামে স্বর্ণপদক পান কাজী মো. আরিফুর রহমান, আফসানা খাতুন, সিনথিয়া বাইন্যাত রহমান, আশফারা হক, মো. শফিকুল ইসলাম, সুপর্ণা সাহা এবং বেচলর প্রোগ্রামের সাকিব আহমেদ, নার্গিস সুলতানা, শাহনাজ রহমান, মো. রাশেদুল ইসলাম, মো. কাইয়ুম হোসেন, মেহনাজ আহমেদ, মো. সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল, কে এম শাহনূর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ স্বাগত ভাষণে বলেন, বর্তমানে দেশে অর্ধশতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি সুপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, সৃষ্টিশীলতার মহোৎসবে যদি এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহকে সুচিন্তিতভাবে সংশ্লিষ্ট করা যায় তাহলে আমাদের সমাজ জ্ঞান-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার মূল্যায়ন শুধু সংখ্যা বিচারে নয়, মূলত গুণগত মানই হবে প্রধান বিবেচ্য। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ না করে মানসম্মত শিক্ষা সেবা প্রদান করার কথা তিনি বলেন। সমাবর্তন বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মুজিব খান।